সংবাদ

তারিখ 07 JUN 2007
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ২

বেআইনিভাবে গড়ে ওঠা তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে পারেন জেলা প্রশাসক

জেলা বার্তা পরিবেশক, বরিশাল

আইন অনুযায়ী সিটি করপোরেশন এলাকার শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ জেলা প্রশাসক বা তার মনোনীত কোন কর্মকর্তা হওয়ার নিয়ম থাকলেও বরিশাল নগরীতে সরকারি জমিতে প্রতিষ্ঠিত তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদ ছেড়ে দিতে পারেন জেলা প্রশাসক মঞ্জুর ই এলাহী। জেলা প্রশাসক কার্যালয়ের শিক্ষা শাখা থেকে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

বরিশাল নগরীতে দুটি কলেজ ও একটি মহিলা মাদ্রাসা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সরকারের বিনা অনুমতিতে সরকারি জায়গায়। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনটি হলো নগরীর প্রাণকেন্দ্র সদর রোডের সিটি কলেজ, বাজার রোডের নোমের্তবান মহিলা মাদ্রাসা ও পলাশপুরের এ করিম আইডিয়াল কলেজ। তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই জমির মালিকানার তথ্য গোপন করে বোর্ড ও জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের স্বীকৃতি পেয়েছে। এমনকি এসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীরা সরকারের কাছ থেকে বেতন-ভাতাও পাচ্ছেন। এই তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের জমি সংক্রান্ত জটিলতা নিয়ে বিগত দিনে সংবাদপত্রে লেখালেখি হলেও চারদলীয় জোট সরকারের আশীর্বাদ থাকায় শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনটি এতদিন নির্বিবাদে চালানো হয়েছে। এর মধ্যে সিটি কলেজ পরিচালনা কমিটির সভাপতির পদ থেকে বহু আগেই জেলা প্রশাসক পদত্যাগ করলে তারপরে জেলা বিএনপির সভাপতি ও সিটি মেয়র মজিবর রহমান সরোয়ার সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। এই কলেজটিকে সরকার বহু আগেই চরবদনা মৌজা থেকে ১ একর ৯ শতাংশ জমি বরাদ্দ দিলেও কলেজ কর্তৃপক্ষ গোয়ার্তুমি করে নিজেদের জমিতে কলেজটিকে স্থানান্তর না করে সরকারি জমিতেই পরিচালনা করতে থাকেন। শুধু

বরিশাল

তাই নয় গত জোট সরকারের আমলে সরকারি কর্মচারীদের বাসভবন ভেঙে সেখানে নতুন করে কলেজ কর্তৃপক্ষ দালান নির্মাণ করে ও সাবেক শিক্ষামন্ত্রী সেই দালানের উদ্বোধনও করেছেন।

গত তত্ত্বাবধায়ক সরকার আমলে শিক্ষা মন্ত্রণালয় এক বিজ্ঞপ্তিতে যেসব শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সভাপতির পদে রাজনৈতিক ব্যক্তি রয়েছেন তাদের পরিবর্তে জেলা প্রশাসককে সভাপতি মনোনীত করলে আবার জেলা প্রশাসক এই কলেজটির পরিচালনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পান। বিগত ফেব্রুয়ারি মাসে যৌথবাহিনী সরকারি জমি অবৈধ দখলমুক্ত করার অভিযানকালে তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানই যে সরকারি জমিতে অবৈধভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে তা নজরে আসে।

আর এর পরই জেলা প্রশাসক সভাপতি হিসেবে শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বিলে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেন। তিনি শর্ত আরোপ করেন, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনটি নিজের জমিতে স্থানান্তর করা হলে তবেই তিনি বেতন-ভাতার বিলে স্বাক্ষর করবেন। শিক্ষক কর্মচারীরা জেলা প্রশাসকের মনোভাব বুঝতে পেরে বিভিন্ন মহলে তদ্বির করে জেলা প্রশাসকের ওপর চাপ দিতে শুরু করেন। আর তারই ফলে জেলা প্রশাসক মঞ্জুর ই এলাহী তিনটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেরই সভাপতির পদ থেকে অব্যাহতি নেয়ার উদ্যোগ নিয়েছেন। জেলা প্রশাসক জানিয়েছেন যতদিনে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান তিনটি তাদের নিজস্ব মালিকানাধীন জমিতে স্থানান্তর করা না হবে ততদিন তিনি অবৈধভাবে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষক কর্মচারীদের বেতন-ভাতার বিলে সভাপতি হিসেবে স্বাক্ষর করবেন না।

উল্লেখ্য, শিক্ষক কর্মচারীরা বেতন-ভাতার সরকারি অংশের টাকা ব্যাংক থেকে পেলেও প্রতিষ্ঠানের বৈধ সভাপতি ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের প্রধানের যৌথ স্বাক্ষরের বিল জমা না দেয়া হলে ব্যাংক টাকা ছাড় করেনা।